ক বিভাগ- রচনামূলক প্রশ্ন : كتاب الصوم (সাওম পর্ব)

١. ما معنى الصوم؟ بين أنواع الصوم والواجب والمندوب والمكروه والمحرم والمباح

(রোজার অর্থ কী? রোজার প্রকারভেদ—ফরজ, ওয়াজিব, নফল, মাকরূহ, হারাম ও মুবাহ—বর্ণনা কর।)

প্রশ্ন-১: রোজার অর্থ কী? রোজার প্রকারভেদ—ফরজ, ওয়াজিব, নফল, মাকরূহ, হারাম ও মুবাহ—বর্ণনা কর।

ভূমিকা:

ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম হলো 'সাওম' বা রোজা। এটি দৈহিক ও আত্মিক ইবাদত। মানুষের কুপ্রবৃত্তি দমন এবং তাকওয়া অর্জনের জন্য রোজার বিকল্প নেই। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-এর 'কিতাবুস সাওম'-এ রোজার সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অংশ: রোজার অর্থ ও সংজ্ঞা (معنى الصوم وتعريفه)

১. আভিধানিক অর্থ (المعنى اللغوي):

আরবি 'সাওম' (صَوْم) শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো— 'বিরত থাকা' বা 'বর্জন করা' (الْإِمْسَاكُ)।

চাই তা পানাহার থেকে হোক, কথা বলা থেকে হোক বা চলাফেরা থেকে হোক।

- কুরআনের দলিল: হযরত মারইয়াম (আ.)-এর ঘটনায় আল্লাহ বলেন:

(إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا)

অর্থ: "আমি দয়াময় আল্লাহর জন্য 'চুপ থাকার' রোজার মানত করেছি।" (সূরা মারইয়াম: ২৬)। এখানে সাওম অর্থ কথা বলা থেকে বিরত থাকা।

২. পারিভাষিক সংজ্ঞা (المعنى الشرعي):

শরিয়তের পরিভাষায় বা 'আল-হিদায়া'র ভাষ্যমতে:

সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ইবাদতের নিয়তে পানাহার এবং স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকাকে সাওম বা রোজা বলা হয়।

- শর্ত: রোজার জন্য তিনটি বিষয় জরুরি—

১. নিয়ত করা।

২. মুফতিরাত (রোজা ভঙ্গকারী বিষয়) থেকে বিরত থাকা।

৩. নির্দিষ্ট সময় (সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত)।

আরবি সংজ্ঞা:

(هُوَ الْإِمْسَاكُ عَنِ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النِّيَّةِ)

দ্বিতীয় অংশ: রোজার প্রকারভেদ (أقسام الصوم)

ফিকহবিদগণ হুকুম ও গুরুত্বের বিচারে রোজাকে সাধারণত ৬টি ভাগে ভাগ করেছেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

১. ফরজ রোজা (الصوم الفرض):

যে রোজা অকাট্য দলিল (কুরআন ও মুতাওয়াতির হাদিস) দ্বারা প্রমাণিত এবং যা পালন করা অপরিহার্য। এটি দুই প্রকার:

- **ক. নির্ধারিত ফরজ (ফরজে মুআইয়্যান):** রমজান মাসের রোজা। এটি প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন সব মুসলিমের ওপর ফরজ।
  - **দলিল: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ)** - "তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হলো।"
- **খ. অনির্ধারিত ফরজ (ফরজে গায়ের মুআইয়্যান):** রমজান মাসের কাযা রোজা এবং কাফফারার রোজা। এগুলো ফরজ, কিন্তু রাখার জন্য কোনো নির্দিষ্ট তারিখ নেই; জীবনে যেকোনো সময় আদায় করতে হয়।

২. ওয়াজিব রোজা (الصوم الواجب):

যা পালন করা আবশ্যক, তবে তার প্রমাণ ফরজ রোজার মতো অকাট্য নয় (বরং যন্নি বা প্রবল ধারণা প্রসূত)। এটিও দুই প্রকার:

- **ক. মানতের রোজা (সাওমুন নযর):** কেউ যদি বলে, "আমার অমুক কাজ হলে আমি রোজা রাখব", তবে তা পালন করা ওয়াজিব।

- **দলিল: (وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ)** - "তারা যেন তাদের মানত পূর্ণ করে।"

- **খ. নফল রোজার কাযা:** হানাফী মাযহাবের একটি বিশেষ মাসআলা হলো— কেউ নফল রোজা শুরু করে যদি ভেঙে ফেলে, তবে তার কাযা আদায় করা **ওয়াজিব** হয়ে যায়।

  - **হিদায়ার নীতি: (لِأَنَّ الْمُؤَدَّى قُرْبَةٌ، وَإِبْطَالُ الْقُرْبَةِ حَرَامٌ)** - "কারণ শুরু করা ইবাদতটি আল্লাহর নৈকট্যমূলক ছিল, আর ইবাদত বাতিল করা হারাম। তাই তা পূর্ণ করা বা কাযা করা ওয়াজিব।"

৩. সুন্নাত বা মানদুব রোজা (الصوم المندوب / المسنون):

যেসব রোজা রাসুলুল্লাহ (সা.) নিজে রেখেছেন এবং রাখতে উৎসাহিত করেছেন। এগুলোকে নফলও বলা হয়। যেমন:

- **আশুরার রোজা:** মহররমের ৯ ও ১০ তারিখ অথবা ১০ ও ১১ তারিখ।
- **আরাফার রোজা:** ৯ জিলহজ্জ (হাজিদের জন্য ব্যতীত)।
- **আইয়ামে বিজের রোজা:** প্রতি চান্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ।
- **শাওয়ালের রোজা:** ঈদুল ফিতরের পর ৬টি রোজা।
- **সোমবার ও বৃহস্পতিবারের রোজা।**

৪. মাকরূহ রোজা (الصوم المكروه):

এটি দুই প্রকার:

- **ক. মাকরূহে তানজিহী (অপছন্দনীয়):** যা করলে গুনাহ নেই তবে সাওয়াব কমে যায়। যেমন—
  - আশুরার দিন শুধু ১০ তারিখে একটি রোজা রাখা (৯ বা ১১ তারিখ না মিলিয়ে)।
  - শুধু শুক্রবার বা শনিবারকে নির্দিষ্ট করে রোজা রাখা।
- **খ. মাকরূহে তাহরিমি (হারামের কাছাকাছি):** যা নিষিদ্ধ। যেমন—

- সাওমে বিসাল (ইফতার না করে লাগাতার দুই দিন রোজা রাখা)।
- স্বামীর অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর নফল রোজা রাখা।

৫. হারাম বা নিষিদ্ধ রোজা (الصوم المحرم):

বছরের ৫টি দিন রোজা রাখা শরিয়তে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ বা হারাম। (হানাফী পরিভাষায় এগুলোকে 'মাকরূহে তাহরিমি' বলা হলেও সাধারণ অর্থে হারাম)। দিনগুলো হলো:

১. ঈদুল ফিতরের দিন (১ শাওয়াল)।

২. ঈদুল আজহার দিন (১০ জিলহজ্জ)।

৩. আইয়ামে তাশরিকের ৩ দিন (১১, ১২ ও ১৩ জিলহজ্জ)।

- আল-হিদায়ার দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) এই দিনগুলোতে রোজা রাখতে নিষেধ করেছেন।

(نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ)

৬. মুবাহ রোজা (الصوم المباح):

যেসব দিনে রোজা রাখা সম্পর্কে শরিয়তে কোনো বিশেষ ফজিলতও বর্ণিত হয়নি, আবার নিষেধও করা হয়নি। সাধারণ নফল নিয়তে যেকোনো দিন রোজা রাখলে তা এই পর্যায়ভুক্ত হবে। তবে ইবাদতের নিয়তে রাখলে তা নফল হিসেবে গণ্য হয়ে সাওয়াব পাওয়া যাবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, রোজা মুমিনের আত্মশুদ্ধির হাতিয়ার। 'আল-হিদায়া'র আলোকে আমরা জানতে পারি যে, রমজানের ফরজ রোজা ছাড়াও বিভিন্ন প্রকার রোজা রয়েছে। মুমিনের উচিত হারাম ও মাকরূহ দিনগুলো বর্জন করে ফরজ আদায়ের পাশাপাশি নফল রোজার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য হাসিল করা।

٢. اذكر مبطلات الصوم مفصلة مع بيان كفارة كل منها.
(রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর এবং প্রত্যেকটির কাফফারার বিধান বর্ণনা কর।)

প্রশ্ন-২: রোজা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর এবং প্রত্যেকটির কাফফারার বিধান বর্ণনা কর।

ভূমিকা:

সাওম বা রোজা একটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত, যা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও কামচারিতা থেকে বিরত থাকার নাম। কিন্তু কিছু নির্দিষ্ট কাজ বা ভুলের কারণে এই রোজা নষ্ট বা ফাসিদ হয়ে যায়। হানাফী ফিকহে রোজা ভঙ্গের কারণগুলোকে তাদের ফলাফলের ভিত্তিতে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে:

১. যা শুধু কাজা (Qada) ওয়াজিব করে।

২. যা কাজা এবং কাফফারা (Kaffarah) উভয়টি ওয়াজিব করে।

'আল-হিদায়া' গ্রন্থে এই বিভাজনটি অত্যন্ত সূক্ষ্ম যুক্তি বা 'কিয়াস'-এর ভিত্তিতে করা হয়েছে।

প্রথম প্রকার: যেসব কারণে কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়

(ما يوجب القضاء والكفارة)

রমজান মাসের রোজা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং কোনো শরয়ী ওজর ছাড়া ভঙ্গ করলে কাজা ও কাফফারা উভয়টি আদায় করা ফরজ। হানাফী মাযহাব মতে, এটি কেবল দুটি ক্ষেত্রে ঘটে:

১. স্ত্রী-সহবাস করা (الجماع):

যদি রোজাদার ব্যক্তি দিনের বেলায় ইচ্ছাকৃতভাবে স্ত্রী-সহবাস করে, তবে তার রোজা ভেঙে যাবে এবং তাকে কাজা ও কাফফারা উভয়টি দিতে হবে।

- **দলিল:** এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর কাছে এসে বলল, "আমি ধ্বংস হয়ে গেছি (রোজা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলিত হয়েছি)।" তখন নবীজি (সা.) তাকে কাফফারা আদায়ের নির্দেশ দেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

২. পানাহার করা (الأكل والشرب):

যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোনো বস্তু খায় বা পান করে যা মানুষের খাদ্য বা ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং যা দ্বারা পেটের ক্ষুধা নিবারণ হয় বা দৈহিক তৃপ্তি আসে।

- **হিদায়ার যুক্তি:** হানাফী মাযহাব মতে, রোজার রুকন হলো কামভাব (পেটের ও লজ্জাস্থানের চাহিদা) থেকে বিরত থাকা। খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করলে সেই রুকন পুরোপুরি ভেঙে যায় **(جِنَايَةٌ كَامِلَةٌ)**। তাই পূর্ণ অপরাধের শাস্তি হিসেবে কাফফারা ওয়াজিব হয়।
- *(উল্লেখ্য: ইমাম শাফেঈ র.-এর মতে শুধু সহবাসে কাফফারা আসে, পানাহারে নয়। কিন্তু হানাফী মতে উভয়টিতেই আসে)।*

দ্বিতীয় প্রকার: যেসব কারণে শুধু কাজা ওয়াজিব হয় (কাফফারা নয়)

(ما يوجب القضاء دون الكفارة)

এমন কিছু কাজ আছে যার দ্বারা রোজা ভেঙে যায়, কিন্তু অপরাধটি 'পূর্ণাঙ্গ' না হওয়ায় শরিয়ত সেখানে কাফফারা মাফ করে দিয়েছে এবং শুধু কাজা ওয়াজিব করেছে। এগুলো হলো:

১. খাদ্যের অনুপযোগী বস্তু খাওয়া:

যদি কেউ এমন কিছু গিলে ফেলে যা সাধারণত মানুষের খাদ্য বা ঔষধ নয় এবং যার প্রতি মানুষের রুচি নেই। যেমন—কাঁচা চাল, আটা, মাটি, পাথর, ফলের বিচি বা কাগজ খাওয়া।

- **হিদায়ার যুক্তি:** এতে 'রোজা ভঙ্গের আকৃতি' (Suratul Fitr) পাওয়া গেলেও 'রোজা ভঙ্গের অর্থ বা তৃপ্তি' (Ma'nal Fitr) পাওয়া যায় না। তাই কাফফারা নেই, শুধু কাজা আছে।

২. ঔষধ প্রবেশ করানো (والاحتقان):

নাক বা কান দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করালে যদি তা মস্তিষ্কে বা পেটে পৌঁছে যায়, অথবা পায়ুপথ দিয়ে এনিমা বা ডুস নিলে রোজা ভেঙে যাবে। এতে শুধু কাজা ওয়াজিব।

৩. ভুলবশত কিছু খাওয়া (Mistake vs Forgetfulness):

- **বিস্মৃতি (নিসিয়ান):** ভুলে গিয়ে খেলে রোজা ভাঙ্গে না।
- **ভুল বা খাতা (Khata):** কিন্তু রোজার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু গিলে ফেলা। যেমন—কুলি করার সময় হঠাৎ পানি পেটে চলে গেল। এতে রোজা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাজা ওয়াজিব হবে।

৪. জোরপূর্বক পানাহার (Coercion):

যদি কাউকে জোর করে বা ভয় দেখিয়ে কিছু খাওয়ানো হয়, তবে রোজা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাজা ওয়াজিব হবে।

৫. ইচ্ছাকৃত বমি করা (القيء عمدا):

যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে 'মুখ ভরে' (Mil'ul Fam) বমি করে, তবে রোজা ভেঙে যাবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে। মুখ ভরের কম হলে বা অনিচ্ছাকৃত বমি হলে রোজা ভাঙ্গে না।

৬. স্পর্শের মাধ্যমে বীর্যপাত:

স্ত্রীর সাথে সহবাস না করে কেবল চুম্বন বা স্পর্শের কারণে যদি বীর্যপাত হয়, তবে রোজা ভেঙে যাবে এবং শুধু কাজা ওয়াজিব হবে।

৭. রমজান ছাড়া অন্য রোজা ভঙ্গ করা:

রমজান ছাড়া অন্য যেকোনো রোজা (নফল বা মানত) ইচ্ছাকৃত ভাঙলেও কাফফারা আসে না, শুধু কাজা করতে হয়। কাফফারা কেবল রমজানের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করার শাস্তি।

কাফফারার বিবরণ ও বিধান (أحكام الكفارة)

রোজা ভঙ্গের কাফফারা বা জরিমানা আদায়ের পদ্ধতি হাদিসে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এটি ধারাবাহিকভাবে (Tertib) আদায় করতে হয়।

কাফফারার পদ্ধতি (ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব):

১. গোলাম আজাদ করা (عتق رقبة):

প্রথম কাজ হলো একজন ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করা। বর্তমানে দাসপ্রথা না থাকায় এই হুকুমটি কার্যকর নয়।

২. দুই মাস লাগাতার রোজা রাখা (صيام شهرين متتابعين):

দাস মুক্ত করতে অক্ষম হলে, তাকে একাধারে ৬০ দিন (দুই চান্দ্র মাস) রোজা রাখতে হবে।

- **শর্ত:** মাঝখানে একদিনও বাদ দেওয়া যাবে না। যদি অসুস্থতা বা অন্য কারণে মাঝখানে একদিন ভাঙ্গে, তবে আবার নতুন করে ৬০ দিন শুরু করতে হবে (মহিলাদের মাসিক ওজর ছাড়া)।

৩. ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানো (إطعام ستين مسكينا):

যদি কেউ বার্ধক্য বা স্থায়ী অসুস্থতার কারণে ৬০টি রোজা রাখতে অক্ষম হয়, তবে সে ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়াবে। অথবা প্রত্যেককে এক ফিতরা পরিমাণ (১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা তার মূল্য) দান করবে।

কাফফারা সংক্রান্ত জরুরি মাসআলা:

- **একাধিক ভঙ্গের হুকুম:** যদি কেউ রমজানের একাধিক রোজা ভঙ্গ করে এবং মাঝখানে কাফফারা আদায় না করে থাকে, তবে 'আল-হিদায়া' মতে তার জন্য **একটি কাফফারাই যথেষ্ট** হবে। (একে তাদাকুল বা একীভূতকরণ বলা হয়)।

- **কাফফারা কখন মাফ হয়:** কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার পর যদি ওই দিনই এমন কোনো ওজর দেখা দেয় যাতে রোজা রাখা নিষিদ্ধ বা অসম্ভব হয় (যেমন—মহিলাদের মাসিক শুরু হওয়া বা তীব্র রোগাক্রান্ত হওয়া), তবে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মতে কাফফারা বাতিল হয়ে যায়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, রোজা আল্লাহর একটি আমানত। 'আল-হিদায়া'র আলোকে আমরা দেখি যে, শরিয়ত ইচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি (কাফফারা) এবং অনিচ্ছাকৃত বা আংশিক অপরাধের জন্য লঘু শাস্তি (শুধু কাজা) নির্ধারণ করেছে। এই বিধানগুলো রোজার গুরুত্ব ও পবিত্রতা রক্ষায় মুমিনদের সতর্ক করে।

٣. تحدث عن أحكام المريض والمسافر في الصوم وشروط الفطر لهما.
(রোজায় রোগী ও মুসাফিরের বিধান এবং তাদের জন্য রোজা ভঙ্গ করার শর্তাবলি আলোচনা কর।)

প্রশ্ন-৩: রোজায় রোগী ও মুসাফিরের বিধান এবং তাদের জন্য রোজা ভঙ্গ করার শর্তাবলি আলোচনা কর।

ভূমিকা:

ইসলাম একটি সহজ ও মানবিক ধর্ম। আল্লাহ তাআলা বান্দার সাধ্যের বাইরে কোনো বোঝা চাপিয়ে দেননি। রমজানের রোজা সুস্থ ও মুকিম ব্যক্তির জন্য ফরজ হলেও অসুস্থ (রোগী) এবং ভ্রমণকারীর (মুসাফির) জন্য শরিয়ত বিশেষ ছাড় বা 'রুখসত' প্রদান করেছে। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-এর 'বাবু নুদবিল ইফতিরি লিল মারিদি ওয়াল মুসাফির' অনুচ্ছেদে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অংশ: রোগীর রোজার বিধান ও শর্তাবলি (أحكام المريض)

অসুস্থ ব্যক্তির জন্য রোজা ভাঙা বা না রাখার অনুমতি রয়েছে, তবে সব ধরণের অসুস্থতায় নয়। এর জন্য নির্দিষ্ট শর্ত রয়েছে।

১. রোজা ভঙ্গ করার শর্ত (شروط الفطر للمريض):

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকারের মতে, অসুস্থ ব্যক্তি নিম্নোক্ত তিনটি অবস্থার যেকোনো একটি আশঙ্কা করলে রোজা ভাঙতে পারবে:

- **ক. প্রাণনাশের আশঙ্কা:** যদি রোজা রাখলে মারা যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে।
- **খ. রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা:** যদি রোজা রাখলে বর্তমান রোগ বেড়ে যাওয়ার বা জটিল হওয়ার ভয় থাকে।
- **গ. আরোগ্য বিলম্বিত হওয়া:** যদি রোজা রাখার কারণে সুস্থ হতে দেরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

হিদায়ার ইবারত ও যুক্তি:

(الْمَرِيضُ إِذَا خَافَ الزِّيَادَةَ... أَفْطَرَ)

অর্থ: "রোগী যদি (রোজা রাখলে) রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা করে... তবে সে রোজা ভঙ্গ করবে (এবং পরে কাজা করবে)।"

কারণ আল্লাহ তাআলা বলেছেন: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) - "তোমরা নিজেদের হত্যা করো না।"

২. সুস্থ ব্যক্তির অসুস্থ হওয়ার ভয়:

হানাফী মাযহাব মতে, একজন সুস্থ ব্যক্তি যদি রোজা রাখার কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ার প্রবল আশঙ্কা করে (যেমন—কঠিন কায়িক শ্রমে নিয়োজিত ব্যক্তি বা দুর্বল ব্যক্তি), তবে সেও রোজা ভাঙতে পারবে। এটি অভিজ্ঞ ডাক্তার বা নিজের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে হতে হবে।

৩. কাজা আদায়ের বিধান:

অসুস্থতার কারণে যে কয়টি রোজা ভাঙবে, সুস্থ হওয়ার পর সেগুলোর শুধু কাজা (Qada) আদায় করা ফরজ। এতে কোনো কাফফারা নেই।

দ্বিতীয় অংশ: মুসাফিরের রোজার বিধান ও শর্তাবলি (أحكام المسافر)

সফর বা ভ্রমণের ক্লান্তি ও কষ্টের কারণে আল্লাহ তাআলা মুসাফিরকে রোজা না রাখার অনুমতি দিয়েছেন।

১. মুসাফিরের পরিচয়:

শরিয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির সেই ব্যক্তি, যে ৪৮ মাইল (প্রায় ৭৮ কিলোমিটার) বা তার বেশি দূরত্বের উদ্দেশ্যে নিজ এলাকা ত্যাগ করেছে।

২. মুসাফিরের হুকুম (حكم الصوم للمسافر):

মুসাফিরের জন্য রোজা রাখা বা না রাখা—উভয়টির এখতিয়ার রয়েছে।

- কুরআনের দলিল:

(وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

অর্থ: "আর যে ব্যক্তি অসুস্থ বা সফরে থাকবে, সে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করে নেবে।" (সূরা বাকারা: ১৮৫)।

৩. রোজা রাখা উত্তম নাকি ভাঙা উত্তম?

এই বিষয়ে ফকিহদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে:

- **ইমাম শাফেঈ (র.)-এর মতে:** মুসাফিরের জন্য রোজা না রাখা বা ভাঙাই উত্তম। কারণ এটি আল্লাহর দেওয়া 'সদকা' বা ছাড় গ্রহণ করা।
- **হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া'র মতে:** যদি মুসাফিরের শরীরে শক্তি থাকে এবং রোজা রাখলে সাথীদের কষ্ট না হয়, তবে **রোজা রাখা উত্তম (আফজাল)**।
    - হিদায়ার যুক্তি:

(وَالصَّوْمُ أَفْضَلُ لِمَنْ قَوِيَ عَلَيْهِ لِمَا فِيهِ مِنْ تَبْرِئَةِ الذِّمَّةِ وَاغْتِنَامِ الْوَقْتِ)

অর্থ: "যার শক্তি আছে তার জন্য রোজা রাখা উত্তম। কারণ এতে দ্রুত দায়িত্বমুক্তি ঘটে এবং বরকতময় সময়কে কাজে লাগানো হয়।" তাছাড়া রমজানের রোজার মর্যাদা অন্য সময়ের রোজার চেয়ে বেশি।

৪. দিনের বেলায় সফর শুরু করলে:

যদি কেউ সুবহে সাদিকের পর বা দিনের কোনো অংশে সফর শুরু করে, তবে হানাফী মতে ওই দিনের রোজা ভাঙা জায়েজ নয়। কারণ সে 'মুকিম' অবস্থায় রোজা শুরু করেছে। তবুও যদি ভেঙে ফেলে, তবে কাফফারা আসবে না, শুধু কাজা করতে হবে।

তৃতীয় অংশ: মৃত্যু ও ফিদইয়ার বিশেষ মাসআলা (أحكام الموت والفدية)

'আল-হিদায়া' কিতাবে রোগী ও মুসাফিরের মৃত্যু সংক্রান্ত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি বর্ণনা করা হয়েছে:

১. ওজর অবস্থায় মৃত্যু:

যদি কোনো ব্যক্তি রমজান মাসে অসুস্থ বা মুসাফির অবস্থায় মারা যায় এবং সে সুস্থ হওয়ার বা মুকিম হওয়ার সুযোগ না পায়—

- **হুকুম:** তার ওপর ওই দিনগুলোর রোজার কাজা বা ফিদইয়া কিছুই ওয়াজিব নয়। আখেরাতে তাকে পাকড়াও করা হবে না।

- হিদায়ার যুক্তি: কারণ রোজা বা কাজা ওয়াজিব হওয়ার জন্য 'সুস্থ সময় পাওয়া' শর্ত। সে তো সেই সময় পায়ইনি।

(وَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ لِأَنَّ الْوُجُوبَ مَنُوطٌ بِإِدْرَاكِ عِدَّةٍ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

২. সুস্থ হওয়ার পর মৃত্যু:

যদি অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয় বা মুসাফির বাড়ি ফিরে আসে এবং কাজা আদায় করার সময় পায়, কিন্তু অলসতা করে কাজা আদায় না করে মারা যায়—

- **হুকুম:** যত দিন সে সুস্থ ছিল, তত দিনের রোজার জন্য সে দায়ী হবে। মৃত্যুর আগে তাকে ওয়ারিসদের প্রতি **'ফিদইয়া'** (প্রতি রোজার জন্য এক ফিতরা পরিমাণ খাদ্য) আদায়ের অসিয়ত করে যেতে হবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইসলাম মানুষের সাধ্য ও সামর্থ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 'আল-হিদায়া'র আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে, রোগী ও মুসাফিরের জন্য রোজা ভাঙার অনুমতি আল্লাহর বিশেষ রহমত। তবে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী, কষ্ট সহনশীল হলে মুসাফিরের জন্য বরকতময় মাসে রোজা রাখাই শ্রেয়। এই নমনীয় বিধানগুলো ইসলামের শ্বাশত ও সর্বজনীন হওয়ার প্রমাণ বহন করে।

٤ .اشرح أحكام صوم الحائض والنفساء والحكم إذا طهرتا في أثناء النهار.
(হায়েজ ও নেফাসগ্রস্ত নারীর রোজার বিধান এবং দিনের বেলায় পবিত্র হলে তার হুকুম ব্যাখ্যা কর।)

প্রশ্ন-৪: হায়েজ ও নেফাসগ্রস্ত নারীর রোজার বিধান এবং দিনের বেলায় পবিত্র হলে তার হুকুম ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা:

নারীদের বিশেষ শারীরিক অবস্থা হলো 'হায়েজ' ও 'নেফাস'। এই অবস্থায় তাদের জন্য কিছু ইবাদত পালন করা নিষিদ্ধ এবং কিছু ইবাদত মাফ করা হয়েছে। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-এর 'কিতাবুস সাওম'-এ নারীদের এই বিশেষ অবস্থার রোজার বিধান এবং পবিত্র হওয়ার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অংশ: হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় রোজার হুকুম (حكم صوم الحائض والنفساء)

১. রোজা রাখা নিষিদ্ধ:

হায়েজ (মাসিক) ও নেফাস (সন্তান প্রসবের পর রক্তক্ষরণ) চলাকালীন সময়ে নারীদের জন্য রোজা রাখা হারাম বা নিষিদ্ধ। এই অবস্থায় রোজা রাখলে তা আদায় হবে না, বরং গুনাহ হবে।

- দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) নারীদের অসম্পূর্ণ ইবাদত সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন:

(أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟)

অর্থ: "এমন কি নয় যে, যখন নারী ঋতুস্রাবগ্রস্ত হয়, তখন সে নামাজ পড়ে না এবং রোজাও রাখে না?" (বুখারী)।

২. কাযা আদায়ের বিধান:

রমজান মাসে যে কয়দিন হায়েজ বা নেফাস থাকবে, সেই কয়দিনের রোজা পরবর্তীতে (সুস্থ হওয়ার পর) কাযা (Qada) করা ফরজ।

- **নামাজ ও রোজার পার্থক্য:** এই অবস্থায় নামাজ মাফ হয়ে যায় (কাযা করতে হয় না), কিন্তু রোজা মাফ হয় না (কাযা করতে হয়)।

- **আল-হিদায়ার যুক্তি (Reasoning):** নামাজ প্রতিদিন পাঁচবার আদায় করতে হয়, তাই এর কাযা আদায় করা নারীদের জন্য চরম কষ্টকর (হারাজ)। কিন্তু রোজা বছরে মাত্র এক মাস, তাই এর কাযা আদায় করা সহজ।

- দলিল: হযরত আয়েশা (রা.) বলেন:

(كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ، فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ)

অর্থ: "আমাদের যখন এই অবস্থা হতো, তখন আমাদের রোজার কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হতো, কিন্তু নামাজের কাযা করার নির্দেশ দেওয়া হতো না।" (মুসলিম)।

দ্বিতীয় অংশ: দিনের বেলায় পবিত্র হলে তার হুকুম (حكم الطهارة في أثناء النهار)

এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা। যদি কোনো নারী সুবহে সাদিকের সময় অপবিত্র (হায়েজ/নেফাস অবস্থায়) ছিলেন, কিন্তু দিনের কোনো এক ভাগে (যেমন—সকাল ১০টায় বা আসরের সময়) তার রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো এবং তিনি পবিত্র হলেন। এখন দিনের বাকি সময় তিনি কী করবেন?

হুকুম:

হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে, দিনের যে অংশে তিনি পবিত্র হয়েছেন, সেই সময় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী-সহবাস থেকে বিরত থাকা বা 'ইমসাক' (الإمساك) করা ওয়াজিব।

বিশ্লেষণ:

১. রোজার নিয়ত নয়: তিনি এই বিরত থাকাকে রোজার নিয়ত হিসেবে গণ্য করতে পারবেন না। কারণ রোজার জন্য সুবহে সাদিক থেকে নিয়ত ও পবিত্রতা শর্ত।

২. সাদৃশ্য গ্রহণ (Tashabbuh): তিনি রোজাদারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবেন। রমজান মাসের দিনের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তিনি পানাহার করবেন না।

৩. কাযা আবশ্যক: যদিও তিনি দিনের বাকি সময় না খেয়ে থাকবেন, তবুও এই দিনটি তার রোজা হিসেবে গণ্য হবে না। রমজানের পরে এই দিনের রোজা তাকে কাযা করতে হবে।

আল-হিদায়ার ইবারত ও দলিল:

(وَإِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ... فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَمْسَكَتْ بَقِيَّةَ يَوْمِهَا)

অর্থ: "আর যখন হায়েজগ্রস্ত নারী... দিনের কোনো অংশে পবিত্র হয়, তখন সে দিনের বাকি অংশ (পানাহার থেকে) বিরত থাকবে।"

যুক্তি:

কারণ, রমজান মাসে যার ওজর (সমস্যা) দূর হয়ে যায়, তাকে রোজাদারদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে হয়। যেমন—কোনো মুসাফির যদি দুপুরে বাড়ি ফিরে আসে এবং সে রোজাদার না থাকে, তবুও দিনের বাকি সময় তাকে না খেয়ে থাকতে হয়।

তৃতীয় অংশ: দিনের বেলায় ঋতুস্রাব শুরু হলে (বিপরীত অবস্থা)

যদি কোনো নারী রোজা রাখা অবস্থায় দিনের কোনো অংশে (ইফতারের এক মিনিট আগেও) ঋতুস্রাব শুরু হয়:

- **হুকুম:** তার রোজা তাৎক্ষণিকভাবে ভেঙে যাবে।
- **করণীয়:** সে দিনের বাকি সময় পানাহার করতে পারবে (তবে লোকচক্ষুর অন্তরালে করা উত্তম)। তাকে পরবর্তীতে এই রোজার কাযা আদায় করতে হবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, হায়েজ ও নেফাস নারীদের একটি প্রাকৃতিক ওজর। এই সময়ে আল্লাহ তাআলা তাদের ইবাদত থেকে ছুটি দিয়েছেন। তবে রমজানের পবিত্রতা রক্ষার্থে 'আল-হিদায়া'র বিধান হলো—দিনের বেলায় পবিত্র হলে বাকি সময় রোজাদারদের মতো সংযত থাকতে হবে। এটি আল্লাহর নির্দেশের প্রতি পূর্ণ আনুগত্যের বহিঃপ্রকাশ।

٥ .ناقش أحكام القضاء والكفارة في الصوم مع بيان أسبابها وأنواعها.
(রোজার কাজা ও কাফফারার বিধান, এর কারণসমূহ ও প্রকারভেদ আলোচনা কর।)

প্রশ্ন-৫: রোজার কাজা ও কাফফারার বিধান, এর কারণসমূহ ও প্রকারভেদ আলোচনা কর।

ভূমিকা:

সাওম বা রোজা ইসলামের অন্যতম রুকন। মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়, আবার শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে অনেকেই রোজার বিধান লঙ্ঘন করে ফেলে। রোজা ভঙ্গ বা অনাদায়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে শরিয়ত দুটি বিধান রেখেছে: ১. কাজা (প্রতিপূরণ) এবং ২. কাফফারা (জরিমানা)। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-এর 'বাবু মা ইউজিবুল কাজা ওয়াল কাফফারা' অধ্যায়ে এ বিষয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্রজ্ঞাপূর্ণ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অংশ: রোজার কাজার বিধান ও কারণ (أحكام القضاء وأسبابه)

কাজার সংজ্ঞা:

সময়ের পরে ইবাদত আদায় করাকে 'কাজা' বলে। রোজার ক্ষেত্রে—রমজানের ছুটে যাওয়া বা ভেঙে যাওয়া প্রতিটি রোজার পরিবর্তে পরবর্তীতে একটি রোজা রাখাকে কাজা বলা হয়।

কাজার হুকুম:

রমজানের রোজা ওজরের কারণে ছুটুক বা বিনা ওজরে, ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাকৃত—সর্বাবস্থায় তার কাজা আদায় করা ফরজ।

- দলিল: আল্লাহ তাআলা বলেন:

(فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)

অর্থ: "(ওজরের কারণে রোজা ভাঙলে) অন্য সময়ে তা গণনা করে পূরণ করতে হবে।" (সূরা বাকারা: ১৮৪)।

যেসব কারণে শুধু কাজা ওয়াজিব হয় (কাফফারা ওয়াজিব হয় না):

'আল-হিদায়া' মতে, রোজার আকৃতি বা সুরত নষ্ট হলে কাজা ওয়াজিব হয়, কিন্তু পূর্ণ তৃপ্তি (শাহওয়াত) না পাওয়া গেলে কাফফারা মাফ হয়ে যায়। কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. অখাদ্য ভক্ষণ: এমন বস্তু খাওয়া যা সাধারণত খাদ্য বা ঔষধ নয়। যেমন—মাটি, পাথর, কাঁচা চাল বা ফলের বিচি খাওয়া। এতে রোজার আকৃতি নষ্ট হয় কিন্তু পূর্ণ তৃপ্তি হয় না।

২. জোরপূর্বক পানাহার: কাউকে জোর করে বা ভয় দেখিয়ে কিছু খাওয়ালে।

৩. ভুলবশত পানি গেলা (Khata): কুলি করার সময় অনিচ্ছাকৃতভাবে পানি পেটে চলে গেলে। (স্মরণ রাখতে হবে: ভুলে খেয়ে ফেললে (Nisyan) রোজা ভাঙ্গে না, কিন্তু কুলি করতে গিয়ে ভুল হলে রোজা ভাঙ্গে এবং কাজা করতে হয়)।

৪. ইচ্ছাকৃত বমি: মুখ ভরে ইচ্ছাকৃত বমি করলে।

৫. ঔষধ প্রবেশ: নাক বা পায়ুপথ দিয়ে ঔষধ প্রবেশ করালে।

৬. স্পর্শজনিত বীর্যপাত: স্ত্রী-সহবাস ছাড়া কেবল চুম্বন বা স্পর্শের কারণে বীর্যপাত হলে।

৭. সন্দেহযুক্ত ইফতার/সেহরি: সূর্যাস্ত হয়েছে মনে করে ইফতার করল, পরে দেখল সূর্য ডুবেনি। অথবা রাত আছে মনে করে সেহরি খেল, পরে দেখল ফজর হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় অংশ: রোজার কাফফারার বিধান ও কারণ (أحكام الكفارة وأسبابها)

কাফফারার সংজ্ঞা:

'কাফফারা' শব্দের অর্থ ঢেকে দেওয়া বা মিটিয়ে দেওয়া। রমজানের রোজার পবিত্রতা ক্ষুণ্ন করার অপরাধ মোচনের জন্য শরিয়ত নির্ধারিত কঠোর শাস্তিকে কাফফারা বলে।

কাফফারার হুকুম:

এটি আদায় করা ওয়াজিব। একটি রোজা ভাঙার জন্য কাজা (১টি রোজা) এবং কাফফারা উভয়টি আদায় করতে হয়।

কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ (আসবাব):

হানাফী মাযহাব মতে, কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত হলো—রমজানের রোজা, নিয়ত করার পর, কোনো শরয়ী ওজর ছাড়া, ইচ্ছাকৃতভাবে এবং পূর্ণ তৃপ্তিসহকারে (Complete Offense) ভঙ্গ করা। এটি মূলত দুটি কারণে হয়:

১. পানাহার: খাদ্য, পানীয় বা ঔষধ জাতীয় বস্তু সেবন করা।

২. সহবাস: স্ত্রী-সহবাস করা।

- **হিদায়ার যুক্তি:** এই দুটি কাজের মাধ্যমে মানুষের পেটের ও লজ্জাস্থানের চাহিদা পূর্ণ হয়, যা রোজার মূল উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। একে 'জিনায়াতে কামিলা' (পূর্ণ অপরাধ) বলা হয়।

কাফফারার প্রকারভেদ বা আদায়ের পদ্ধতি (ধারাবাহিকতা রক্ষা):

কাফফারা আদায়ের ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা (Tartib) রক্ষা করা জরুরি। ইচ্ছামতো যেকোনোটি করা যাবে না। ধাপগুলো নিম্নরূপ:

১. গোলাম আজাদ করা (تحرير رقبة):

প্রথম কাজ হলো একজন ক্রীতদাস বা দাসী মুক্ত করা। বর্তমানে দাসপ্রথা না থাকায় এই হুকুমটি কার্যকর নয়।

২. দুই মাস লাগাতার রোজা রাখা (صيام شهرين متتابعين):

দাস মুক্ত করতে অক্ষম হলে, তাকে একাধারে ৬০ দিন (দুই চান্দ্র মাস) রোজা রাখতে হবে।

- **শর্ত:** মাঝখানে একদিনও বাদ দেওয়া যাবে না। যদি অসুস্থতা বা অন্য কারণে ৫৯তম দিনেও রোজা ভাঙ্গে, তবে আবার নতুন করে ১ থেকে শুরু করতে হবে।

- **ব্যতিক্রম:** নারীদের মাসিক ঋতুস্রাবের (হায়েজ) কারণে বিরতি হলে সমস্যা নেই। পবিত্র হওয়ার পর বাকিগুলো পূর্ণ করবে।

৩. ষাটজন মিসকিনকে খাওয়ানো (إطعام ستين مسكينا):

যদি কেউ বার্ধক্য বা স্থায়ী অসুস্থতার কারণে ৬০টি রোজা রাখতে অক্ষম হয়, তবে সে ৬০ জন মিসকিনকে দুই বেলা পেট ভরে খাওয়াবে।

- অথবা প্রত্যেক মিসকিনকে 'সদকাতুল ফিতর' পরিমাণ (১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম বা তার মূল্য) প্রদান করবে।
- **একজনকে দেওয়া:** একই মিসকিনকে ৬০ দিন খাওয়ালে বা ৬০ দিনের মূল্য দিলেও আদায় হবে।

কাফফারা সংক্রান্ত বিশেষ মাসআলা (তাদাকুল):

'আল-হিদায়া' মতে, কেউ যদি রমজানের একাধিক রোজা ভঙ্গ করে এবং মাঝখানে কাফফারা আদায় না করে থাকে, তবে তার জন্য একটি কাফফারাই যথেষ্ট হবে। তবে প্রতিটি ভঙ্গ করা রোজার জন্য আলাদা আলাদা কাজা করতে হবে।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, রোজার কাজা হলো ক্ষতিপূরণ আর কাফফারা হলো শাস্তি। ইচ্ছাকৃতভাবে রমজানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা বড় গুনাহ। 'আল-হিদায়া'র এই বিধানগুলো একদিকে যেমন রোজার পবিত্রতা রক্ষা করে, অন্যদিকে অনুতপ্ত বান্দাকে পাপমুক্ত হওয়ার পথ দেখায়।

٦ .بين أحكام صوم التطوع وأنواعه وفضائله وآدابه.

(নফল রোজার বিধান, এর প্রকারভেদ, ফযিলত ও আদবসমূহ বর্ণনা কর।)

প্রশ্ন-৬: নফল রোজার বিধান, এর প্রকারভেদ, ফযিলত ও আদবসমূহ বর্ণনা কর।

ভূমিকা:

ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো নফল ইবাদত। হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেন, "বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার এত নিকটবর্তী হয় যে, আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি।" সাওম বা রোজা দৈহিক ও আত্মিক প্রশান্তির আধার। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'কিতাবুস সাওম'-এ নফল রোজার আহকাম ও আদব অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অংশ: নফল রোজার বিধান বা হুকুম (أحكام صوم التطوع)

১. শুরু করা ঐচ্ছিক, পূর্ণ করা ওয়াজিব:

হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে, নফল রোজা রাখা বা শুরু করা সম্পূর্ণ ঐচ্ছিক (মুস্তাহাব)। কিন্তু একবার নিয়ত করে শুরু করার পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

২. ভঙ্গ করলে কাযা ওয়াজিব:

যদি কেউ নফল রোজা শুরু করার পর কোনো কারণে (ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত) ভেঙে ফেলে, তবে তার কাযা আদায় করা হানাফী মতে ওয়াজিব।

- **হিদায়ার যুক্তি:** যখন বান্দা কোনো নফল ইবাদত শুরু করে, তখন সে তা নিজের ওপর আবশ্যক করে নেয়। আর শুরু করা ইবাদত বাতিল করা হারাম।
- **আরবি দলিল:** **(لِأَنَّ الْمُؤَدَّى قُرْبَةٌ، وَإِبْطَالُ الْقُرْبَةِ حَرَامٌ)** - "কেননা আদায়কৃত আমলটি ইবাদত, আর ইবাদত বাতিল করা হারাম।" আল্লাহ বলেন: **(وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ)** - "তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বাতিল করো না।"

(উল্লেখ্য: ইমাম শাফেঈ র.-এর মতে নফল রোজা ভাঙলে কাযা ওয়াজিব নয়)।

দ্বিতীয় অংশ: নফল রোজার প্রকারভেদ (أنواع صوم التطوع)

নফল বা ঐচ্ছিক রোজাকে ফযিলতের ভিত্তিতে কয়েক ভাগে ভাগ করা যায়:

১. মাসনুন রোজা (সুন্নাত):

- **আশুরার রোজা:** মহররম মাসের ১০ তারিখ। তবে ইহুদিদের সাদৃশ্য এড়াতে এর সাথে ৯ অথবা ১১ তারিখ মিলিয়ে দুটি রাখা সুন্নাত।
    - **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "আমি আশা করি আশুরার রোজা বিগত এক বছরের গুনাহ মাফ করে দিবে।"
- **আরাফার রোজা:** জিলহজ্জ মাসের ৯ তারিখ (হাজিদের জন্য ব্যতীত)। এটি বিগত এক বছর ও আগামী এক বছরের গুনাহের কাফফারা।
- **আইয়ামে বিজের রোজা:** প্রতি আরবি (চান্দ্র) মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ।
- **শাওয়ালের ৬ রোজা:** ঈদুল ফিতরের পর শাওয়াল মাসে ৬টি রোজা রাখা। হাদিসে একে সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব বলা হয়েছে।
- **সোমবার ও বৃহস্পতিবার:** রাসুলুল্লাহ (সা.) এই দুই দিন রোজা রাখতেন। কারণ এই দিনে বান্দার আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়।

২. মুস্তাহাব রোজা:

- **সাওমে দাউদ (আ.):** একদিন রোজা রাখা এবং একদিন বিরতি দেওয়া। এটি আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় নফল রোজা।

৩. মাকরূহ বা অপছন্দনীয় নফল:

- শুধু শুক্রবার বা শনিবারকে নির্দিষ্ট করে রোজা রাখা।
- **সাওমে বিসাল:** ইফতার না করে একাধারে দুই দিন রোজা রাখা।
- **সাওমে দহর:** সারা বছর (নিষিদ্ধ ৫ দিন সহ) রোজা রাখা।

তৃতীয় অংশ: নফল রোজার ফযিলত (فضائل صوم التطوع)

হাদিস শরীফে নফল রোজার অসংখ্য ফযিলত বর্ণিত হয়েছে:

১. জাহান্নাম থেকে মুক্তি:

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَاعَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا)

অর্থ: "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় (সন্তুষ্টির জন্য) একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে ৭০ বছরের দূরত্বে সরিয়ে দিবেন।" (বুখারী ও মুসলিম)।

২. রাইয়ান তোরণ:

জান্নাতে 'রাইয়ান' নামক একটি দরজা আছে, যা দিয়ে কেবল রোজাদাররাই প্রবেশ করবে।

৩. জান্নাতের সুসংবাদ:

নফল রোজা তাকওয়া বৃদ্ধি করে এবং আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনে সহায়তা করে, যা জান্নাত লাভের পথ সুগম করে।

চতুর্থ অংশ: নফল রোজার আদবসমূহ (آداب صوم التطوع)

'আল-হিদায়া' ও অন্যান্য ফিকহ গ্রন্থে নফল রোজার কিছু বিশেষ আদব উল্লেখ করা হয়েছে:

১. মেহমান ও মেজবানের হক:

- **মেহমান:** যদি কেউ মেহমান হয়, তবে মেজবানের অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখা উচিত নয়। কারণ এতে মেজবান আপ্যায়ন করতে না পেরে মনে কষ্ট পেতে পারেন।
- **মেজবান:** মেহমান আসলে মেজবান নফল রোজা ভাঙতে পারেন (পরে কাযা করে দিবেন), যাতে মেহমানের সাথে খাবারে শরিক হওয়া যায়। এটি ইসলামি শিষ্টাচার।

২. স্বামীর অনুমতি (স্ত্রীর জন্য):

কোনো নারী তার স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া নফল রোজা রাখবে না।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **(لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)** - "নারী তার স্বামীর উপস্থিতিতে অনুমতি ছাড়া (নফল) রোজা রাখবে না।" (বুখারী)।

৩. সাহরি ও ইফতার:

নফল রোজাতেও শেষ রাতে সাহরি খাওয়া সুন্নাত এবং সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করা মুস্তাহাব।

৪. পাপ কাজ বর্জন:

মিথ্যা, গীবত ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত থাকা। অন্যথায় উপবাস থাকা ছাড়া রোজার কোনো ফায়দা হবে না।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, নফল রোজা মুমিনের আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। এটি ফরজের ঘাটতি পূরণ করে এবং আল্লাহর বিশেষ রহমত আকর্ষণ করে। তবে হানাফী মাযহাব মতে, নফল রোজা শুরু করলে তা পূর্ণ করার দায়িত্ববোধ থাকতে হবে, যা ইবাদতের প্রতি গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে।

٧ .تحدث عن صوم الكفارة مع ذكر أنواعه وكيفية أدائه.

(কাফফারার রোজা সম্পর্কে আলোচনা কর; এর প্রকারভেদ ও আদায়ের পদ্ধতি উল্লেখ কর।)

প্রশ্ন-৭: কাফফারার রোজা সম্পর্কে আলোচনা কর; এর প্রকারভেদ ও আদায়ের পদ্ধতি উল্লেখ কর।

ভূমিকা:

ইসলামী শরিয়তে 'কাফফারা' (الكفارة) হলো পাপ মোচনের একটি মাধ্যম। মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় বা নফসের ধোঁকায় পড়ে কখনো কখনো শরিয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিধান লঙ্ঘন করে ফেলে। এই অপরাধের ক্ষতিপূরণ এবং আত্মশুদ্ধির জন্য আল্লাহ তাআলা কাফফারার বিধান দিয়েছেন। কাফফারা আদায়ের অন্যতম প্রধান মাধ্যম হলো 'সাওম' বা রোজা রাখা। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থে বিভিন্ন অপরাধের প্রেক্ষিতে কাফফারার রোজার ভিন্ন ভিন্ন বিধান বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অংশ: কাফফারার পরিচয় (تعريف الكفارة)

- **আভিধানিক অর্থ:** 'কাফফারা' শব্দটি 'কুফর' (الكفر) মূলধাতু থেকে নির্গত, যার অর্থ—ঢেকে রাখা বা গোপন করা। যেহেতু কাফফারা আদায়ের মাধ্যমে গুনাহ ঢেকে দেওয়া হয় বা মুছে ফেলা হয়, তাই একে কাফফারা বলা হয়।
- **পারিভাষিক অর্থ:** শরিয়তের বিধান লঙ্ঘনের কারণে নির্ধারিত শাস্তিমূলক ইবাদত (রোজা, দাসমুক্তি বা খাদ্যদান) আদায় করাকে কাফফারা বলে।

দ্বিতীয় অংশ: কাফফারার রোজার প্রকারভেদ (أنواع صوم الكفارة)

ফিকহুল ইসলামি বা হানাফী ফিকহ অনুযায়ী প্রধানত ৪ ধরণের কাফফারার ক্ষেত্রে রোজা রাখার বিধান রয়েছে:

১. রমজানের রোজা ভঙ্গের কাফফারা (كفارة الصوم):

রমজান মাসে বিনা ওজরে ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার বা স্ত্রী-সহবাসের মাধ্যমে রোজা ভঙ্গ করলে এই কাফফারা ওয়াজিব হয়।

- **বিধান:** গোলাম আজাদ করতে অক্ষম হলে **একাধারে ৬০টি রোজা** রাখতে হবে।

২. যিহারের কাফফারা (كفارة الظهار):

যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বলে, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মতো" (হারাম), তবে একে যিহার বলা হয়।

- **বিধান:** স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগেই কাফফারা দিতে হবে। গোলাম আজাদ করতে না পারলে **একাধারে ৬০টি রোজা** রাখতে হবে।
    - **দলিল: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا)** - "যে (দাস মুক্ত করার) সামর্থ্য রাখে না, সে একে অপরকে স্পর্শ করার পূর্বে দুই মাস লাগাতার রোজা রাখবে।" (সূরা মুজাদালা: ৪)

৩. ভুলবশত হত্যার কাফফারা (كفارة القتل الخطأ):

যদি কোনো মুমিন ভুলবশত বা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো মুসলমানকে হত্যা করে ফেলে।

- **বিধান:** এর দিয়ত (রক্তপণ) দেওয়ার পাশাপাশি কাফফারা হিসেবে গোলাম আজাদ করতে হবে। তা না পারলে **একাধারে ৬০টি রোজা** রাখতে হবে। (এখানে মিসকিন খাওয়ানোর বিকল্প নেই)।
    - **দলিল:** সূরা নিসা, আয়াত ৯২।

৪. কসম বা শপথ ভঙ্গের কাফফারা (كفارة اليمين):

আল্লাহর নামে কসম করে তা ভঙ্গ করলে।

- **বিধান:** প্রথমে ১০ জন মিসকিনকে খাওয়ানো বা কাপড় দেওয়া। যদি এর সামর্থ্য না থাকে, তবে **৩টি রোজা** রাখতে হবে।
    - **দলিল: (فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)** - "যে (খাওয়ানোর) সামর্থ্য রাখে না, সে তিন দিন রোজা রাখবে।" (সূরা মায়েদা: ৮৯)

তৃতীয় অংশ: কাফফারার রোজা আদায়ের পদ্ধতি (كيفية أداء صوم الكفارة)

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার কাফফারার রোজা আদায়ের জন্য কিছু কঠোর শর্ত বা নিয়ম উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে 'তাতাবু' বা ধারাবাহিকতা রক্ষা করা এক্ষেত্রে ফরজ।

১. ধারাবাহিকতা (التتابع):

রমজানের কাফফারা, যিহারের কাফফারা এবং হত্যার কাফফারার ক্ষেত্রে ৬০টি রোজা এবং কসমের কাফফারার ক্ষেত্রে ৩টি রোজা একাধারে বা লাগাতার রাখতে হবে। মাঝখানে একদিনও বাদ দেওয়া যাবে না।

- **হানাফী মাযহাব ও কসমের রোজা:** কসমের কাফফারার আয়াতে 'মুতাতাবিয়াত' (লাগাতার) শব্দটি নেই। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতে, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর কিরাতে 'মুতাতাবিয়াত' শব্দ থাকায় কসমের ৩টি রোজাও লাগাতার রাখা ওয়াজিব।

২. নতুন করে শুরু করা (الاستيناف):

যদি কেউ কাফফারার রোজা রাখা শুরু করে এবং ৫৯তম দিনে গিয়ে কোনো কারণে (বিনা ওজরে বা অসুস্থতার কারণে) রোজা ভঙ্গ করে বা রাখতে না পারে, তবে পেছনের ৫৯টি রোজা বাতিল হয়ে যাবে। তাকে আবার **১** থেকে গণনা শুরু করতে হবে।

- **কারণ:** শরিয়ত এখানে 'শাহারাইনি মুতাতাবিয়াইনি' (লাগাতার দুই মাস) শব্দ ব্যবহার করেছে। মাঝখানে বিরতি পড়লে তা আর 'লাগাতার' থাকে না।

৩. নারীদের বিশেষ ছাড়:

নারীদের মাসিক ঋতুস্রাব (হায়েজ) বা প্রসবোত্তর স্রাব (নেফাস)-এর কারণে যদি কাফফারার রোজার মাঝখানে বিরতি পড়ে, তবে তাদের নতুন করে শুরু করতে হবে না। পবিত্র হওয়ার পর থেকেই বাকি রোজাগুলো পূর্ণ করবে। এটি তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ ছাড়।

৪. নিষিদ্ধ দিনসমূহ বাদ দেওয়া:

কাফফারার রোজা শুরু করার সময় এমনভাবে হিসাব করতে হবে যেন মাঝখানে দুই ঈদের দিন (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা) এবং আইয়ামে তাশরিকের (জিলহজ্জের **১১, ১২, ১৩**) দিনগুলো না পড়ে। কারণ এই ৫ দিন রোজা রাখা হারাম। যদি মাঝখানে এই দিনগুলো এসে যায়, তবে ধারাবাহিকতা ভেঙে যাবে এবং পুনরায় শুরু করতে হবে।

৫. রাত্রিকালীন নিয়ত:

কাফফারার রোজা যেহেতু ফরজ/ওয়াজিব পর্যায়ের, তাই এর জন্য রাতেই (সুবহে সাদিকের আগে) নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা শর্ত। দিনে নিয়ত করলে হবে না।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, কাফফারার রোজা অপরাধ মোচনের একটি কঠোর সাধনা। 'আল-হিদায়া'র আলোকে বুঝা যায় যে, শরিয়ত অপরাধ দমনের জন্যই এমন কঠোর (একাধারে ৬০টি রোজা) বিধান দিয়েছে। তবে এর মাধ্যমে বান্দা গুনাহমুক্ত হয়ে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার সুযোগ পায়।

٨ .اشرح أحكام صوم المعتمد للإفطار وصوم الناسِي.

(ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভঙ্গ করা ও ভুলে খাওয়া-পান করার রোজার বিধান ব্যাখ্যা কর।)

প্রশ্ন-৮: ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভঙ্গ করা ও ভুলে খাওয়া-পান করার রোজার বিধান ব্যাখ্যা কর।

ভূমিকা:

সাওম বা রোজা পালনের সময় মানুষের দ্বারা বিভিন্ন ধরণের ভুল-ত্রুটি হতে পারে। কখনো মানুষ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভেঙ্গে ফেলে, আবার কখনো নিজের অজান্তেই ভুলে খেয়ে ফেলে। হানাফী ফিকহের প্রামাণ্য গ্রন্থ 'আল-হিদায়া'-এর 'কিতাবুস সাওম'-এ এই দুই অবস্থার হুকুমের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য করা হয়েছে। একটিতে রোজা ভাঙ্গে না, অন্যটিতে কঠোর শাস্তি বা কাফফারা নির্ধারিত হয়েছে।

প্রথম অংশ: ভুলে পানাহারকারীর বিধান (أحكام النَّاسِي)

১. নাসি বা ভুলকারীর পরিচয়:

যে ব্যক্তি রোজার কথা স্মরণ না রেখে বা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে পানাহার করে বা স্ত্রী-সহবাস করে, তাকে ফিকহের পরিভাষায় 'নাসি' (النَّاسِي) বলা হয়।

২. বিধান বা হুকুম:

হানাফী মাযহাব ও 'আল-হিদায়া' মতে, যদি কোনো রোজাদার ভুলে পেট ভরে খায়, পান করে বা স্ত্রী-সহবাস করে, তবে তার রোজা ভঙ্গ হবে না। তার রোজা যথারীতি শুদ্ধ থাকবে এবং তাকে কাজাও করতে হবে না, কাফফারাও দিতে হবে না।

- হিদায়ার ভাষ্য: (وَإِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ)

অর্থ: "যখন রোজাদার ভুলবশত খায়, পান করে বা স্ত্রী-সহবাস করে, তখন সে রোজা ভঙ্গকারী হবে না (তার রোজা ভাঙ্গবে না)।"

৩. দলিল ও যুক্তি:

- হাদিস: রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন:

(مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ)

অর্থ: "যে ব্যক্তি রোজার কথা ভুলে গিয়ে খেল বা পান করল, সে যেন তার রোজা পূর্ণ করে। কেননা আল্লাহই তাকে খাইয়েছেন এবং পান করিয়েছেন।" (বুখারী ও মুসলিম)।

- **কিয়াস বা যুক্তি:** রোজার রুকন হলো 'বিরত থাকা' (ইমসাক)। আর ভুলকারীর ইমসাক নষ্ট হলেও তার স্মরণ না থাকার কারণে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যায় না। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে মেহমানদারি।

৪. স্মরণ হওয়ার পর করণীয়:

খাওয়া অবস্থায় যদি হঠাৎ মনে পড়ে যে সে রোজাদার, তবে মুখের গ্রাস সাথে সাথে ফেলে দিতে হবে। যদি মনে পড়ার পরও গিলে ফেলে, তবে রোজা ভেঙে যাবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে।

৫. অন্যকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া:

যদি কাউকে ভুলে খেতে দেখা যায়:

- লোকটি যদি শক্তিশালী হয়, তবে তাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ওয়াজিব।
- আর যদি লোকটি খুব দুর্বল বা বৃদ্ধ হয় (যে রোজা রাখতে কষ্ট পাচ্ছে), তবে তাকে স্মরণ না করানোই উত্তম; যাতে সে আল্লাহর রহমত ভোগ করতে পারে।

দ্বিতীয় অংশ: ইচ্ছাকৃত ভঙ্গকারীর বিধান (أحكام الْمُعْتَمِد)

১. মু'তামিদ বা ইচ্ছাকৃত ভঙ্গকারীর পরিচয়:

যে ব্যক্তি রোজার কথা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও, কোনো শরয়ী ওজর ছাড়া, স্বেচ্ছায় রোজা ভঙ্গ করে, তাকে 'মু'তামিদ' (الْمُعْتَمِد) বলা হয়।

২. বিধান বা হুকুম:

ইচ্ছাকৃত রোজা ভঙ্গকারীর রোজা তো বাতিল হবেই, সাথে সাথে সে বড় গুনাহগার হবে। হানাফী মাযহাবে অপরাধের ধরণ অনুযায়ী এর শাস্তি দুই প্রকার:

ক. কাজা ও কাফফারা উভয়টি ওয়াজিব হওয়া:

যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাজ করে যা রোজার উদ্দেশ্যকে (তৃপ্তি লাভ) পুরোপুরি সফল করে, তবে তাকে কাজা (১টি রোজা) এবং কাফফারা (৬০টি রোজা) উভয়টি দিতে হবে।

- ক্ষেত্রসমূহ:

১. খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করা (যা সাধারণত মানুষ খায়)।

২. স্ত্রী-সহবাস করা।

- হিদায়ার যুক্তি: পানাহার ও সহবাসের মাধ্যমে মানুষের পেটের ও লজ্জাস্থানের চাহিদা বা শাহওয়াত পূর্ণ হয়। এটি 'জিনায়াতে কামিলা' বা পূর্ণাঙ্গ অপরাধ। তাই এর শাস্তিও পূর্ণাঙ্গ (কাফফারা)।

(لِوُجُودِ الْجِنَايَةِ الْكَامِلَةِ وَهِيَ قَضَاءُ الشَّهْوَةِ)

খ. শুধু কাজা ওয়াজিব হওয়া (কাফফারা নয়):

যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে রোজা ভাঙ্গে, কিন্তু তা স্বাভাবিক খাদ্য বা পানীয় দিয়ে নয়, বরং এমন বস্তু দিয়ে যা মানুষের খাদ্য নয়।

- **ক্ষেত্রসমূহ:** কাঁচা চাল, আটা, মাটি, কঙ্কর বা ফলের বিচি খাওয়া।
- **হুকুম:** এতে রোজা ভেঙে যাবে এবং কাজা ওয়াজিব হবে, কিন্তু কাফফারা ওয়াজিব হবে না।
- **হিদায়ার যুক্তি:** কারণ এতে 'সুরতে ইফতার' (রোজা ভঙ্গের আকৃতি) পাওয়া গেলেও 'মানায়ে ইফতার' (তৃপ্তি বা পুষ্টি) পাওয়া যায় না। তাই দণ্ড লঘু করে শুধু কাজা রাখা হয়েছে।

তৃতীয় অংশ: ভুল (Mistake) বনাম বিস্মৃতি (Forgetfulness)

(পার্থক্য: খাতা ও নিসিয়ান)

শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য জানা জরুরি যা 'আল-হিদায়া'য় উল্লেখ আছে:

- **নিসিয়ান (ভুলে যাওয়া):** রোজার কথা একেবারেই মনে নেই। এতে রোজা **ভাঙ্গে না**।

- **খাতা (ভুল করা):** রোজার কথা মনে আছে, কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে কিছু ঘটে গেল।
    - *উদাহরণ:* রোজার কথা মনে আছে, কিন্তু কুলি করার সময় হঠাৎ পানি পেটে চলে গেল।
    - *হুকুম:* এই অবস্থায় (খাতা) রোজা **ভেঙে যাবে** এবং শুধু কাজা ওয়াজিব হবে। কারণ রোজাদারের উচিত ছিল সাবধান থাকা।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, 'আল-হিদায়া'র এই বিধানগুলো ইসলামী শরিয়তের ভারসাম্য ও ইনসাফের পরিচায়ক। ভুলে পানাহারকারীকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন এবং তার রোজা কবুল করেছেন। অন্যদিকে ইচ্ছাকৃত লঙ্ঘনকারীর জন্য কঠোর শাস্তির বিধান রেখে রোজার পবিত্রতা রক্ষা করেছেন।

٩ .اكتب أحكام صيام اليوم المشكوك فيه والفرق بينه وبين يوم الشك.
(সন্দেহপূর্ণ দিনে রোজার বিধান লেখ এবং ইয়াওমুশ শাক-এর সাথে এর পার্থক্য বর্ণনা কর।)

প্রশ্ন-৯: সন্দেহপূর্ণ দিনে রোজার বিধান লেখ এবং ইয়াওমুশ শাক-এর সাথে এর পার্থক্য বর্ণনা কর।

ভূমিকা:

রমজান মাসের আগমন ও বিদায় চাঁদের ওপর নির্ভরশীল। শাবান মাসের ২৯ তারিখে যদি চাঁদ দেখা না যায়, তবে ৩০ তারিখটি নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হয়—এটি কি শাবান মাসের শেষ দিন, নাকি রমজানের প্রথম দিন? ফিকহের পরিভাষায় একে 'ইয়াওমুশ শাক' বা সন্দেহের দিন বলা হয়। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থের 'ফসলুন ফি রুইয়াতিল হিলাল' অনুচ্ছেদে এ দিনের রোজার সূক্ষ্ম বিধানাবলি আলোচিত হয়েছে।

প্রথম অংশ: ইয়াওমুশ শাক বা সন্দেহপূর্ণ দিনের পরিচয়

সংজ্ঞা:

'ইয়াওমুশ শাক' (يَوْمُ الشَّكِّ) অর্থ সন্দেহের দিন। শাবান মাসের ৩০ তারিখকে ইয়াওমুশ শাক বলা হয়, যদি ২৯ তারিখ সন্ধ্যায় আকাশ পরিষ্কার থাকার পরও চাঁদ দেখা না যায়, কিন্তু কিছু লোক চাঁদ দেখার দাবি করে বা গুজব ছড়ায় (অথচ তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি)।

শর্ত:

- যদি আকাশ মেঘলা থাকে এবং চাঁদ দেখা না যায়, তবে তাকে ফিকহের পরিভাষায় 'ইয়াওমুশ শাক' বলা হয় না, বরং তাকে 'ইয়াওমুল গইম' (মেঘলা দিন) বলা হয়।
- যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে এবং কেউ চাঁদ দেখার দাবি না করে, তবে সেটি নিশ্চিতভাবেই শাবান মাস। সেটিও সন্দেহের দিন নয়।

দ্বিতীয় অংশ: সন্দেহপূর্ণ দিনে রোজার বিধান (أحكام صوم يوم الشك)

'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার নিয়তের ভিন্নতার ভিত্তিতে এ দিনের রোজার হুকুমকে ৪টি ভাগে ভাগ করেছেন:

১. রমজানের নিয়তে রোজা রাখা (মাকরূহে তাহরিমি):

যদি কেউ এই দিনে নিশ্চিতভাবে রমজানের নিয়ত করে রোজা রাখে, তবে তা মাকরূহে তাহরিমি (হারামের কাছাকাছি)।

- **কারণ:** এতে আহলে কিতাব (ইহুদি-খ্রিস্টান)-দের সাদৃশ্য হয়, যারা তাদের উপবাসের দিন বাড়িয়ে নিয়েছিল। এছাড়া এটি রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিষেধ অমান্য করা হয়।

- দলিল: রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন:

(لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ)

অর্থ: "তোমরা (নিজ থেকে) এক বা দুই দিন রোজা রেখে রমজানকে এগিয়ে এনো না।" (বুখারী ও মুসলিম)।

- **ফলাফল:** যদি পরে প্রমাণিত হয় দিনটি রমজানের ছিল, তবে রোজা আদায় হয়ে যাবে। আর যদি শাবান হয়, তবে নফল হবে। কিন্তু কাজটি গুনাহের।

২. ওয়াজিবের নিয়তে রোজা রাখা (জায়েজ):

যদি কারো ওপর বিগত বছরের কাযা রোজা বা মানতের রোজা বাকি থাকে এবং সে সন্দেহের দিনে সেই ওয়াজিব রোজার নিয়ত করে, তবে তা জায়েজ এবং উত্তম।

- **হিদায়ার ভাষ্য: (وَإِنْ صَامَهُ عَنْ وَاجِبٍ آخَرَ أَجْزَأَهُ)** - "যদি অন্য কোনো ওয়াজিবের নিয়তে রোজা রাখে, তবে তা আদায় হয়ে যাবে।"

- **যুক্তি:** কারণ যদি দিনটি রমজান হয়, তবে রমজানের বরকতে ওয়াজিব আদায় স্থগিত থাকবে (পরে কাযা করবে)। আর যদি শাবান হয়, তবে তার কাযা আদায় হয়ে যাবে।

৩. নফলের নিয়তে রোজা রাখা (মুস্তাহাব/উত্তম):

যিনি শরিয়তের মাসআলা জানেন (খawas), তার জন্য নফলের নিয়তে এই দিন রোজা রাখা উত্তম (আফজাল)।

- **শর্ত:** সাধারণ মানুষ (আওয়াম)-কে নফল রোজা রাখতে নিষেধ করা হবে। যাতে তারা মনে না করে যে এটি রমজানের রোজা। সাধারণ মানুষকে বলা

হবে—তারা যেন দুপুর পর্যন্ত না খেয়ে অপেক্ষা করে। যদি চাঁদ দেখার খবর আসে, তবে রোজার নিয়ত করবে; আর না আসলে খেয়ে ফেলবে।

- **দলিল:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ)** - এটি রমজানের নিয়তকারীদের জন্য বলা হয়েছে, নফলকারীদের জন্য নয়।

৪. দোদুল্যমান নিয়ত (তরদিদ):

যদি কেউ এমন নিয়ত করে—"যদি আজ রমজান হয় তবে রমজানের রোজা, আর যদি শাবান হয় তবে নফল"—এমন দোদুল্যমান নিয়ত করা মাকরূহ। কারণ ইবাদতে নিশ্চিত সংকল্প (জাজম) প্রয়োজন।

তৃতীয় অংশ: ইয়াওমুশ শাক ও ইয়াওমুল গইম-এর পার্থক্য (الفرق بين يوم الشك ويوم الغيم)

অনেকে আকাশ মেঘলা থাকা (Cloudy) এবং আকাশ পরিষ্কার থাকাবস্থায় সন্দেহের সৃষ্টি হওয়া—উভয়টিকে গুলিয়ে ফেলেন। 'আল-হিদায়া' ও ফিকহুল হানাফী মতে দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে:

বিষয়	ইয়াওমুশ শাক (সন্দেহের দিন)	ইয়াওমুল গইম (মেঘলা দিন)
আকাশের অবস্থা	আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকে।	আকাশ মেঘে ঢাকা বা ধূলিময় থাকে।
সন্দেহের কারণ	আকাশ পরিষ্কার থাকা সত্ত্বেও চাঁদ দেখা যায়নি, কিন্তু মানুষ কানাঘুষা করছে বা কোনো ফাসিক ব্যক্তি চাঁদ দেখার দাবি করেছে।	মেঘের কারণে চাঁদ দেখা সম্ভব হয়নি। তাই সম্ভাবনা থাকে চাঁদ হয়তো উঠেছে কিন্তু দেখা যায়নি।
রোজার গুরুত্ব	এই দিনে সাধারণ মানুষকে রোজা রাখতে বারণ করা হয়। নফলের নিয়তেও রোজা রাখা	এই দিনে রোজা রাখা সন্দেহপূর্ণ দিনের তুলনায় অধিকতর সতর্কতার দাবি রাখে। এই দিনে

	কেবল বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য খাস।	রোজা রাখা ইয়াওমুশ শাকের চেয়ে বেশি উত্তম।
তারিখ	এটি কেবল শাবানের ৩০ তারিখ হয়।	এটিও ৩০ তারিখ হয়, তবে একে সাধারণত 'শাক' বলা হয় না।

বিশেষ দ্রষ্টব্য (হিদায়ার মত):

ইমাম আবু ইউসুফ (র.)-এর মতে, ইয়াওমুল গইম বা মেঘলা দিনে দুপুরের আগে ইমসাক (পানাহার থেকে বিরত থাকা) করা ওয়াজিব, যাতে পরে রমজান প্রমাণিত হলে রোজা হয়ে যায়। কিন্তু ইয়াওমুশ শাকে ইমসাক করা ওয়াজিব নয়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, ইয়াওমুশ শাক বা সন্দেহের দিনে রোজা রাখার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। 'আল-হিদায়া'র সিদ্ধান্ত হলো—রমজানকে এগিয়ে আনা যাবে না। কেবল যারা নিশ্চিতভাবে নফল হিসেবে রাখতে পারে, তারাই রাখবে। আর সাধারণ মানুষ দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। এটি রমজানের মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই নামান্তর।

١٠ .بين الحكمة من فرضية الصوم وآثاره التربوية والاجتماعية

(রোজা ফরজ হওয়ার হিকমত এবং এর নৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বর্ণনা কর।)

প্রশ্ন-১০: রোজা ফরজ হওয়ার হিকমত এবং এর নৈতিক ও সামাজিক প্রভাব বর্ণনা কর।

ভূমিকা:

ইসলামের প্রতিটি বিধানের পেছনে মহান আল্লাহর অগাধ প্রজ্ঞা বা হিকমত নিহিত রয়েছে। সাওম বা রোজা কেবল উপবাস থাকার নাম নয়, বরং এটি দৈহিক, আত্মিক ও সামাজিক সংশোধনের এক মহৌষধ। 'আল-হিদায়া' গ্রন্থকার ও ফিকহবিদগণ রোজাকে মানুষের 'পাশবিক প্রবৃত্তি' দমন এবং 'ফেরেশতাসুলভ গুণাবলি' অর্জনের মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। নিম্নে রোজা ফরজ হওয়ার হিকমত এবং এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব আলোচনা করা হলো।

প্রথম অংশ: রোজা ফরজ হওয়ার হিকমত (الحكمة من مشروعية الصوم)

আল্লাহ তাআলা কেন মানুষের ওপর এক মাস পানাহার ত্যাগ করা ফরজ করলেন? এর পেছনে প্রধান হিকমতগুলো হলো:

১. তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন:

রোজার প্রধান হিকমত হলো মানুষের অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করা।

- দলিল: আল্লাহ তাআলা বলেন:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ... لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হলো... যেন তোমরা তাকওয়া (পরহেজগারি) অর্জন করতে পারো।" (সূরা বাকারা: ১৮৩)

২. প্রবৃত্তির দমন (কাসরুশ শাহওয়াত):

মানুষের নফস বা প্রবৃত্তি সবসময় পাপ কাজের নির্দেশ দেয়। পেট ভরা থাকলে কুপ্রবৃত্তি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

- **হিদায়ার দর্শন:** রোজার মাধ্যমে ক্ষুধার্ত থাকলে মানুষের পাশবিক শক্তি দুর্বল হয় এবং শয়তানের প্ররোচনা কমে যায়।

- **হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) যুবকদের রোজা রাখার নির্দেশ দিয়ে বলেছেন: **(فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)** - "কেননা রোজা তার যৌন প্রবৃত্তিকে দমন করে।"

৩. ফেরেশতাদের সাদৃশ্য গ্রহণ (তাশাব্বুহ বিল-মালা-ইকা):

ফেরেশতারা পানাহার ও কামচারিতা থেকে মুক্ত। রোজাদার ব্যক্তিও দিনের বেলায় পানাহার ত্যাগ করে ফেরেশতাদের গুণাবলি নিজের মধ্যে ধারণ করে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করে।

৪. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ:

সারা বছর মানুষ আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করে। এক মাস দিনের বেলায় তা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে সে নেয়ামতের প্রকৃত মূল্য বুঝতে পারে এবং আল্লাহর শোকর গুজার হয়।

দ্বিতীয় অংশ: রোজার নৈতিক বা শিক্ষাগত প্রভাব (الآثار التربوية)

রোজা মানুষের চরিত্র গঠনে এবং নৈতিক মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে:

১. ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষা (সবর):

রোজা মানুষকে ধৈর্যশীল হতে শেখায়। প্রচণ্ড ক্ষুধা ও তৃষ্ণা থাকা সত্ত্বেও বান্দা আল্লাহর ভয়ে ধৈর্য ধরে।

- **হাদিস:** রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: **(الصَّوْمُ نِصْفُ الصَّبْرِ)** - "রোজা হলো ধৈর্যের অর্ধেক।"

২. ইচ্ছাশক্তির প্রশিক্ষণ (Training of Willpower):

মানুষ সাধারণত অভ্যাসের দাস। কিন্তু রোজাদার তার দীর্ঘদিনের অভ্যাস (যেমন— সকালে খাওয়া, ধূমপান বা চা পান) আল্লাহর নির্দেশে ত্যাগ করে। এটি মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে প্রবল করে।

৩. আমানতদারিতা ও ইখলাস:

রোজা এমন এক ইবাদত যা আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার গোপন বিষয়। মানুষ চাইলে গোপনে খেতে পারে, কিন্তু সে খায় না।

- এই 'মুরাকাবা' বা আল্লাহর ধ্যান মানুষের মধ্যে সততা ও আমানতদারিতার গুণ সৃষ্টি করে। এজন্যই হাদিসে কুদসিতে আল্লাহ বলেন: **(الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ)** - "রোজা আমার জন্য, আর আমিই এর প্রতিদান দেব।"

৪. জিহ্বা ও আচরণের সংযম:

রোজা মানুষকে মিথ্যা, গীবত ও ঝগড়া-বিবাদ থেকে বিরত রাখে।

- **হাদিস:** "যে ব্যক্তি রোজা রেখে মিথ্যা কথা ও কাজ ছাড়ল না, তার উপবাস থাকায় আল্লাহর কোনো প্রয়োজন নেই।" (বুখারী)।

তৃতীয় অংশ: রোজার সামাজিক প্রভাব (الآثار الاجتماعية)

রোজা কেবল ব্যক্তিগত ইবাদত নয়, এর মাধ্যমে সমাজ জীবনেও ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন আসে:

১. সহমর্মিতা ও সহানুভূতি (Muwasat):

ধনী ব্যক্তিরা সারা বছর ভালো খাবার খায়, ক্ষুধার জ্বালা বুঝে না। রমজান মাসে উপবাস থাকার ফলে তারা গরিবের ক্ষুধার কষ্ট অনুভব করতে পারে। এতে তাদের অন্তরে গরিবের প্রতি দয়া ও সহানুভূতির সৃষ্টি হয়।

- হাদিসে রমজানকে **(شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ)** বা "সহমর্মিতার মাস" বলা হয়েছে।

২. সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ:

রমজান মাসে রাজা-প্রজা, ধনী-গরিব সবাই একই সময়ে পানাহার ত্যাগ করে, আবার একই সময়ে ইফতার করে। মসজিদে একসাথে তারাবি পড়ে। এতে সামাজিক ভেদাভেদ ভুলে সাম্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়।

৩. অপরাধ প্রবণতা হ্রাস:

রমজান মাসে শয়তানকে শিকলবদ্ধ রাখা হয় এবং রোজার প্রভাবে মানুষের কুপ্রবৃত্তি দমিত থাকে। ফলে সমাজে চুরি, ডাকাতি, মারামারি ও অশ্লীলতা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায়। এটি একটি সুস্থ সমাজের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৪. অর্থনৈতিক কল্যাণ:

রমজান মাসে ফিতরা ও যাকাত আদায়ের ধুম পড়ে যায়। এর ফলে সমাজের দরিদ্র শ্রেণির হাতে অর্থ পৌঁছায় এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস পায়।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, রোজা আল্লাহ তাআলার এক অনন্য বিধান। এর হিকমত ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এটি ব্যক্তিকে করে সংযমী, চরিত্রকে করে নির্মল এবং সমাজকে করে শান্তিময়। 'আল-হিদায়া' ও ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে, রোজা হলো এমন এক বাৎসরিক প্রশিক্ষণ কোর্স, যা মানুষকে বাকি এগারো মাস সঠিক পথে চলার শক্তি যোগায়।